14 FEB 1987

দৈনিক সংবাদ

ঢাকা : শনিবার, ১লা ফাল্গুন, ১৩৯৩

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

পরীক্ষা না পেছানোর দাবীতে মিছিল

ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কে ইদানীং যে ধারণা দেয়া হচ্ছে তা যে পুরোপুরি ঠিক নয়, সম্প্রতি পরীক্ষা না পেছানোর দাবীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মিছিলে তা প্রমাণিত হয়েছে। '৮৪ সালের মাষ্টার্স ডিগ্রী পরীক্ষা চার বারের পর পঞ্চমবার পেছানোর তৎপরতা চলছে বলে জানতে পেরে ছাত্রছাত্রীরা যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে তা বরং আমাদের আশান্বিত করে। এতে প্রমাণিত হয় ছাত্রছাত্রীরা ধারণা অনুযায়ী 'রসাতলে' যায়নি। দেশের চলমান ঘটনাপ্রবাহের সাথে সম্পৃক্ত থাকলেও লেখাপড়া তারা সমানভাবে চালিয়ে যেতে আগ্রহী।

ছাত্ররা ঐতিহ্য অনুযায়ী দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকলেও সময়মত পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষাজীবন শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে চায়। পরীক্ষা যারা পেছাতে চায় তাদের সাথে ছাত্র রাজনীতিকে যুক্ত করা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। '৮৪ সালের পরীক্ষা '৮৭ সালেও অনুষ্ঠিত না হলে বখে যাওয়া ধনীর দুলাল কিংবা ছাত্র নামধারী বিপথগামীদের কিছু যায়-আসে না। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রছাত্রীরা এভাবে মূল্যবান সময় নষ্ট করতে কোনমতেই রাজি নয়। এতে শুধু যে অভিভাবকদের ওপর চাপ সৃষ্টি হয় তাই নয়, তাদের জীবন থেকে অতি মূল্যবান বছর অযথা খসে পড়ে। সরকারী চাকরির বয়স যায় পেরিয়ে। দেশ হারায় তার মেধাবী সন্তানদের সেবা। আগে পাস করে বেরুলে তারা কর্মজীবনে আগেই প্রবেশ করতে পারতো।

মাঝে মাঝে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা যে পরীক্ষা পেছানোর দাবী করে না তা নয়; সে জন্য দায়ী কিন্তু পুরোপুরি তারা নয়। বছরে ৬ মাস ক্লাস না হলে, সময়মত সিলেবাস শেষ না হলে পরীক্ষা তারা দেবে কি করে? কিছু অস্ত্রধারী গুণ্ডা-মস্তানের হাতে শিক্ষাঙ্গন আজ কলুষিত এবং সাধারণ শিক্ষার্থীরা জিম্মি। এ জন্য সুকৌশলে ছাত্র রাজনীতিকে দায়ী করা হয়। অথচ বাস্তব অবস্থা হচ্ছে যারা অন্যত্র পরিবেশকে কলুষিত করেছে, দেশে সুস্থ রাজনীতিকে ধ্বংস করেছে, শিক্ষাঙ্গনকে রণাঙ্গনে পরিণত করা এবং এভাবে ঘনঘন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বন্ধ করার জন্যও তারাই দায়ী।

এমনও দেখা গেছে, ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করতে চাইলেও এবং ক্যাম্পাস কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও ওপর থেকে নির্দেশ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন ক্ষুণ্ন হওয়া ছাড়াও পড়াশোনা বিঘ্নিত হয়েছে, সিলেবাস অসম্পূর্ণ থেকেছে, শিক্ষাবর্ষ বিলম্বিত হয়েছে। এই অবস্থায় পরীক্ষা পেছানোর জন্য দায়ী নিজস্ব স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করার নির্দেশদানকারী কর্তৃপক্ষ।

কিছু ছাত্র যে নিজে থেকে পরীক্ষা পিছানোর দাবী করে না তা নয়, তবে এরা সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। এরা আসলে পরীক্ষা-আতংকিত। সারা বছর নিয়মিত লেখাপড়া না করলে পরীক্ষার আগে আতংকিত হবারই কথা। তবে পরীক্ষা পেছালেও এদের কোন লাভ হয় না। পরীক্ষা দূরে চলে গেছে মনে করে আবার তারা লেখাপড়ায় শৈথিল্য প্রদর্শন শুরু করে। ফলে পরীক্ষার নতুন তারিখ এগিয়ে আসলে পুনরায় তারা পরীক্ষা পেছাবার দাবী করে এবং এই প্রক্রিয়াটাই চলতে থাকে।

ছাত্রছাত্রীদের দুর্ভাগ্য যে, একে ত সময়মত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় না, তারওপর বিলম্বেই অনুষ্ঠিত অনেকের পরীক্ষার ফলাফল একটা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হয় না। এর জন্য দায়ী ছাত্রছাত্রী নয় বরং পরীক্ষক এবং ফলপ্রকাশের সাথে জড়িত অন্যরা। এতে অহেতুক ছাত্রছাত্রীদের সময় নষ্ট হয়। অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীরা পড়ে বিপদে। ফল বেরুতে না বেরুতে পরবর্তী বছরের পরীক্ষার তারিখ ঘনিয়ে আসে। ফলে প্রস্তুতির সময়ের জন্য পরীক্ষা পেছানোর দাবী তুলতে বাধ্য হয়। শিক্ষকদের অন্য কাজে ব্যস্ততা, বাইরের পরীক্ষকদের শৈথিল্য এবং দায়িত্বহীনতা বিলম্বে ফল প্রকাশের জন্য দায়ী। সময়মত পরীক্ষা অনুষ্ঠানের মত সময়মত ফলপ্রকাশের ওপরও তাই সমান গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। এজন্য পরীক্ষক এবং ফলপ্রকাশের সাথে জড়িত অন্য সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য একটি সময়সূচী বেধে দেয়া উচিৎ। যারা সময়মত খাতা দেখতে এবং ফল প্রকাশে ব্যর্থ হবে তাদেরকে পরের বছর ঐ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেবারও আমরা সুপারিশ করি। এব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ লজ্জা বা কুণ্ঠা প্রকাশ করলে দায়িত্বহীন ব্যক্তিদের দায়িত্বহীনতাকেই প্রশ্রয় দেবেন এবং নিজেরাও দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেবেন। আর এ জন্য মাসুল দিতে হবে নিরীহ পরীক্ষার্থীদের যা কোনমতেই কাম্য হতে পারে না।